তারিখ ... 15 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

গণতন্ত্রের সাফল্যে শিক্ষার ভূমিকা

ফাহিম আহমেদ

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের সংকটের সমাধান ও এর সাফল্যের জন্য তাই শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। আর এটি অর্জন করা সম্ভব হলে আগামী দিনগুলোতে জনগণের মাঝে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে এর জনকল্যাণ নিশ্চিত করার সক্ষমতা

গণতন্ত্র বলতে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন বা স্বশাসনকেই বোঝায়। এর মাধ্যমে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদেরকে শাসন করে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনার মধ্য দিয়ে বিশ্বে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের সংকট দেখা দিতে শুরু করছে। গণতন্ত্রের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্তমান সময়ে আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগটি হলো এর মাধ্যমে লোকরঞ্জনবাদী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তাধারাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে নির্বাচনে জয়লাভ করছে। আর এর মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশ নয় এমন জনগণের আশা-আকাঙ্খার

বাস্তবায়ন। যুগে যুগে ধর্ষণের জন্য যেমন ধর্ষিতাকেই দায়ী করা হতো ঠিক একই ভাবে গণতন্ত্রের এ ত্রুটির জন্য গণতন্ত্রকেই দায়ী করা হচ্ছে।

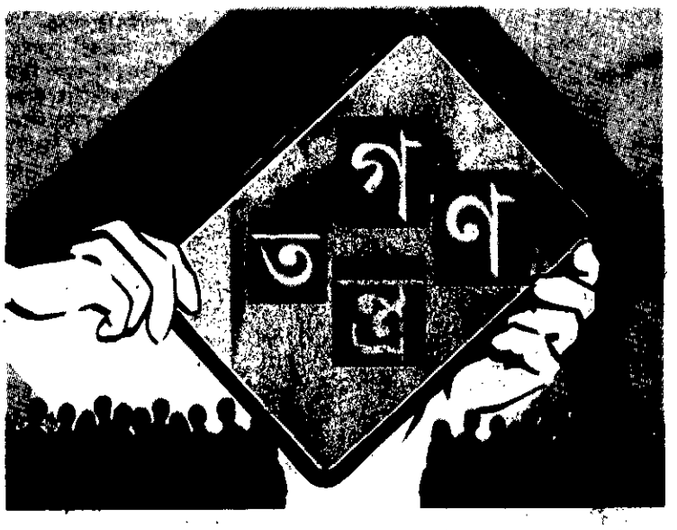

আধুনিক যুগের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ গণতন্ত্র বলতে কেবল নির্বাচনকেই বুঝে থাকে। কার্যত একটি ভুল নয়। কেননা একটি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষসহ যেসকল বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায়, তা কেবল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্তিম পরিণতি, একমাত্র শর্ত নয়। গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রথম এবং প্রধান শর্তটির নাম নাগরিকের শিক্ষা। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আরো কয়েকটি শর্তের (রাজনৈতিক সচেতনতা, স্বাধীনতা, সাম্য, আইনের শাসন প্রভৃতি) প্রয়োজন হলেও শিক্ষা ব্যতীত তা অর্জন অসম্ভব। শিক্ষার দ্বারাই একজন নাগরিক রাজনৈতিক সমস্যাগুলো নিজ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে অনুধাবন করার মাধ্যমে ত্যাগ, সহানুভূতি, নিস্বার্থ রাষ্ট্রীয় সেবা, নিয়মানুবর্তীতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই নাগরিকের মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। গণতন্ত্রের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বর্তমান সময়ের গণতন্ত্রের সাফল্যে বাধাসৃষ্টিকারী নানা সমস্যাসংক্রান্ত আলোচনায় শিক্ষার প্রসঙ্গটি অব্যক্ত ও অমূল্যায়িত থেকে যাচ্ছে।

প্রাচীন গ্রিসে প্লেটো ও এরিস্টটল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিলেন কেননা তৎকালীন গ্রিসে কেবল যোদ্ধা ও ভূমির মালিকদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হতো। এরা ছিল মোট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং এদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। প্লেটো তার "Republic" গ্রন্থে বলেন, "প্রশাসন হলো এমন একটি কলা(অৎঃ) যা সাধারণ মানুষের দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। শুধু বুদ্ধিমান ও যোগ্য মানুষের পক্ষেই প্রশাসনকে অনুধাবন করা সম্ভব।" তত?কালীন গ্রিসে সাধারণ ও বুদ্ধিমান-যোগ্য মানুষের মাঝে যে একটি ব্যাপক পার্থক্য ছিল তা প্লেটোর এ উক্তি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একজন মানুষকে অসাধারণ, বুদ্ধিমান ও যোগ্য করে তুলতে শিক্ষাই অপরিহার্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের প্রধান দুটি শর্ত হিসেবে শিক্ষা ও উত্তম নৈতিক চরিত্রের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মিল তার "Considerations on Representative Government" গ্রন্থে বলেন, "জনগণের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করার পূর্বে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি।"

গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের কবল থেকে রক্ষা করতে নাগরিকদের যে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তারও মূলে রয়েছে শিক্ষা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে একটি স্বতন্ত্র রূপ দান করে এর অন্তর্নিহিত সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি। আর নির্বাচন এর সবচেয়ে দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ। নাগরিকের শিক্ষা এ দুটির মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের সংকটের সমাধান ও এর সাফল্যের জন্য তাই শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। আর এটি অর্জন করা সম্ভব হলে আগামী দিনগুলোতে জনগণের মাঝে গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বাড়বে তেমনি বাড়বে এর জনকল্যাণ নিশ্চিত করার সক্ষমতা।

● লেখক : শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়